গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
১৩ শহীদ ক্যাপটেন মনসুর আলী সরণি
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা- ১০০০
www.fisheries.gov.bd

পত্র নং: ৩৩.০২.০০০০.১০২.৫০.০০২.১৫- ৬৪৪ তারিখ: ২০/০৫/২০১৯ খ্রি.

বিষয়: জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: ১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২৭/০৩/২০১৯ খ্রি. তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১৩০.৯৯.০০২.১৮(খন্ড-১) - ১০১ সংখ্যক স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/কার্যক্রম গ্রহণ পূর্বক তথ্য-প্রমাণকসহ প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

বিষয়টি অতীব জরুরি।

সংযুক্তি: ১। দৈনিক ভোরের ডাক, ঢাকা, তারিখঃ ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।
২। দৈনিক কালের কণ্ঠ, ঢাকা, তারিখঃ ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।
৩। দৈনিক জনতা, ঢাকা, তারিখঃ ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।
৪। দৈনিক সমকাল, ঢাকা, তারিখঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।
৫। দৈনিক জনতা, ঢাকা, তারিখঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।
৬। দৈনিক Financial Express, ঢাকা, তারিখঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।
৭। দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, তারিখঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।
৮। আলোকিত বাংলাদেশ, ঢাকা, তারিখঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।
৯। Daily observer, Dhaka, তারিখঃ ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।
১০। দৈনিক কালের কণ্ঠ, ঢাকা, তারিখঃ ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।
১১। দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, তারিখঃ ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।
১২। দৈনিক ভোরের কাগজ, ঢাকা, তারিখঃ ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।

(আবু সাঈদ মোঃ রাশেদুল হক))
মহাপরিচালক (চ.দা.)
ফোন: ০২-৯৫৬২৮৬১
ই-মেইল: dg@fisheries.gov.bd

উপপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর
ঢাকা/খুলনা/বরিশাল/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/রংপুর/সিলেট/ময়মনসিংহ।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়);

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২. অতিরিক্ত মহাপরিচালক/পরিচালক (অভ্যন্তরীণ মৎস্য)/প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৎস্য পরিকল্পনা ও জরিপ/মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা/পরিচালক, মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমী, সাভার, ঢাকা/পরিচালক (সামুদ্রিক), সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
৩. উপপরিচালক (প্রশাসন)/(ফিল্ড সার্ভিস)/(মৎস্যচাষ)/(অর্থ ও পরিকল্পনা)/(চিংড়ি), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা/উপ-পরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ/কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ম্যানেজার, কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি, ঢাকা/খুলনা/চট্টগ্রাম।
৪. প্রকল্প পরিচালক/জাতীয় প্রকল্প পরিচালক/পরিচালক/কর্মসূচী সমন্বয়কারী.....।
৫. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
৬. অধ্যক্ষ/প্রিন্সিপাল, মৎস্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, চাঁদপুর/মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট, চাঁদপুর/গোপালগঞ্জ/কিশোরগঞ্জ/সিরাজগঞ্জ।
৭. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
৮. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/বরিশাল/খুলনা/চট্টগ্রাম/রংপুর/রাজশাহী/সিলেট/ময়মনসিংহ।
৯. রাঙ্ক/পুলিশ/নৌবাহিনী/কোস্টগার্ড/বিজিবি.....।
১০. জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট).....।
১১. জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (সকল).....।
১২. উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৎস্য সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রায়পুর, লক্ষীপুর।
১৩. অধ্যক্ষ, মৎস্য প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র, পূর্বগঙ্গাবর্দী, ফরিদপুর।
১৪. বাঁওড় ব্যবস্থাপক (সকল).....।
১৫. সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (সকল).....।
১৬. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (সকল).....।
১৭. হ্যাচারি ব্যবস্থাপক/হ্যাচারি কর্মকর্তা.....।
১৮. প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা (আদেশটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১৯. জনাব,.....।
২০. সংশ্লিষ্ট নথি।

প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-০৫ অধিশাখা

নং-৩৩.০০.০০০০.১৩০.৯৯.০০২.১৮(খন্ড-১)-১০১

তারিখঃ ১৩ চৈত্র,১৪২৫
২৭ মার্চ, ২০১৯

বিষয়ঃ জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ।

সূত্রঃ ১) দৈনিক ভোরের ডাক, ঢাকা, তারিখঃ ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।
২) দৈনিক কালের কণ্ঠ, ঢাকা, তারিখঃ ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।
৩) দৈনিক জনতা, ঢাকা, তারিখঃ ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।
৪) দৈনিক সমকাল, ঢাকা, তারিখঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।
৫) দৈনিক জনতা, ঢাকা, তারিখঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।
৬) দৈনিক Financial Express, ঢাকা, তারিখঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।
৭) দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, তারিখঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।
৮) আলোকিত বাংলাদেশ, ঢাকা, তারিখঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।
৯) Daily Observer, Dhaka, তারিখঃ ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।
১০) দৈনিক কালের কণ্ঠ, ঢাকা, তারিখঃ ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।
১১) দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, তারিখঃ ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।
১২) দৈনিক ভোরের কাগজ, ঢাকা, তারিখঃ ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।

সূত্রোক্ত সংবাদ ক্লিপ সমূহের উদঘাটিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/কার্যক্রম গ্রহণ পূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ১২ (বারো) ফর্দ।

(মোঃ আহসান উদ্দিন মুরাদ)
সিনিয়র সহকারি সচিব
☎০২-৯৫৪৯১৪১
ই-মেল-fisheries-5@mofl.gov.bd

মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

নং ৩৩.০০.০০০০.১৩০.৯৯.০০২.১৮(খন্ড-১)- ১০১

তারিখঃ ১৩ চৈত্র, ১৪২৫
১১ মার্চ, ২০১৯

অনুলিপি জ্ঞাতার্থেঃ-

০১। সচিবের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ক্লিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)
ঢাকা।

25 FEB 2019

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

চিংড়ি ঘের নিয়ে বিরোধ

পেকুয়ায় হামলায় নিহত ২ ৭টি অস্ত্র উদ্ধার

পেকুয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি : পেকুয়ায় চিংড়ি ঘের নিয়ে বিরোধের জের ধরে দুপক্ষের হামলায় দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো পাঁচজন। খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে ৭টি আগ্নেয়াস্ত্র, একটি জিপ গাড়ি, তিনটি মোটরসাইকেল উদ্ধার ও ১১ জন আটক করেছে পুলিশ। গত শনিবার পেকুয়া সদর ইউনিয়নের বিলহাচুরা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- আবদুর রহমানের ছেলে নেজাম উদ্দিন (৪২) ও জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে আজিজুল হক প্রকাশ রাখাল (৩০)। আহতরা হলেন- শওকত, তোফাইল, রেজাউল করিম, জুলফিকার আলী ও মাহমুদুল করিম।

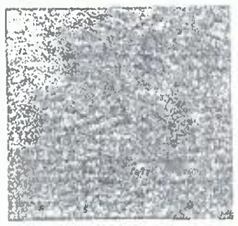

স্থানীয়রা জানান, পেকুয়া সদরের বিলহাচুরা এলাকায় চকরিয়া উপজেলার মেনুপিয়া জামে মসজিদের নামে ৬৩ একর ৩৫ শতক জমি রয়েছে। এই জমি নিয়ে স্থানীয় সাবেক ইউপি সদস্য মমতাজ উদ্দিন ও জালাল উদ্দিনের মধ্যে বিরোধ চলছে। শনিবার সকালে এ জমির মৎস্য ঘেরে পানি ঢুকানোর চেষ্টা করেন জালাল ও তার লোকজন। এতে বাধা দেন মমতাজের লোকজন। এক পর্যায়ে জালাল ও তার লোকজন ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের নিয়ে মমতাজের লোকজনের ওপর হামলা চালায়। এতে দুপক্ষের নেজাম উদ্দিন ও আজিজুল হক গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

স্থানীয় ইউপি সদস্য আরিফুল ইসলাম বলেন, মেনুপিয়া জামে মসজিদের মোতওয়াল্লি হালিমা বেগমের কাছ থেকে আমার ভাই মমতাজুল ইসলাম চার কানি জমি কেনেন। এই জমি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দখলে রয়েছে। হঠাৎ করে জালাল ও তার লোকজন মৎস্য ঘেরে লবণ পানি ঢুকালে আমরা বাধা দেই। এতে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বহিরাগত সন্ত্রাসীসহ অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তারা আমাদের ওপর হামলা চালায়। আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে একটি জিপ গাড়ি ও তিনটি মোটরসাইকেলসহ চকরিয়া থেকে আসা বহিরাগত চার সন্ত্রাসীকে আটক করেছে পুলিশ। তবে নিহত দুজনকেই তার লোক বলে দাবি করেন ইউপি সদস্য আরিফুল।

পেকুয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) হিজাবুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। এ সময় জালালের বাড়ির পাশের পুকুর থেকে সাতটি লম্বা বন্দুক উদ্ধার করা হয়। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ১১ জনকে আটক করা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, অস্ত্র উদ্ধার ও হামলায় জড়িতদের ধরতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ব্লিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)
ঢাকা।

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

24 FEB 2015

চিংড়িতে পুশ করায় খুলনার আরও একটি প্রতিষ্ঠানকে এক মাস মাছ ক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা

খুলনা অফিস : আরও একটি প্রতিষ্ঠানে পুশকৃত গলদা চিংড়ি গ্রহণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। সালাম সী ফুড নামে ওই প্রতিষ্ঠান থেকে গলদা চিংড়িতে পানি পুশ ও অতিরিক্ত জুলসহ গলদা পাওয়া গিয়েছে। জুল হচ্ছে গলদা চিংড়ির মাথার দিকে যে বাড়তি অংশ থাকে। চিংড়িতে পুশ ও জুল থাকার অভিযোগে সালাম সী ফুডকে আগামী এক মাসের জন্য চিংড়ি ক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এর আগে ২১ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের নিজস্ব কোয়ালিটি কন্ট্রোল টিম অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে গলদা চিংড়িতে পানি পুশ ও অতিরিক্ত জুল থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সালাম সী ফুডকে ওই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামরুল ইসলাম ও চেয়ারম্যান আইনুল হকসহ চারজনের মালিকানায় পরিচালিত হচ্ছে সালাম সী ফুড। গত ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কোয়ালিটি কন্ট্রোল অথরিটি চিংড়িতে পুশ ও জুলের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। এর আগে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি পুশ চিংড়ি ক্রয়ের অভিযোগে ন্যাশনাল সী ফুড এবং অর্গানিক সী ফুডকে ১৫দিনের নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র বলেছে, খুলনার কতিপয় চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত কোম্পানী অপদ্রব্য জেলি ও পানি পুশ করা এবং অতিরিক্ত জুলসহ গলদা চিংড়ি ক্রয় করে আসছে। শুধুমাত্র অবৈধভাবে লাভবান হওয়ার জন্য তারা এ অসাধু উপায় বেছে নিচ্ছে। অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে চারদিনের মধ্যে তিনটি চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত কোম্পানীকে চিংড়ি ক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হল। এসকল অসাধু ব্যবসায়ীদের কারণে বিশ্ব বাজারে চিংড়ির সুনাম নষ্ট হচ্ছে। ফলে বিশ্ব বাজারের বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশের চিংড়ি ক্রয় করতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।

এদিকে চিংড়িতে জেলি পুশ করার অভিযোগে ন্যাশনাল সি ফুড নামে একটি চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ১৭ ফেব্রুয়ারি রোববার বিকেলে রূপসা ঘাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জরিমানা করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন খুলনা জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাকির হোসেন।

গোপন সূত্রের ভিত্তিতে রূপসার ন্যাশনাল সি ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান পরিচালনার সময় সেখানে জেলি পুশ ও অপদ্রব্য মিশ্রিত আনুমানিক ১ হাজার ৮০ কেজি চিংড়ি পাওয়া যায়। ন্যাশনাল সি ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে অপদ্রব্য মিশ্রিত ও ভেজাল চিংড়ি রাখার জন্য ৫০হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং নগদ আদায় করা হয়।

সূত্র জানায়, ওই পুশকৃত চিংড়ি প্রথমে রিসিভ করে অর্গানিক সী ফুড। অর্গানিক সী ফুড পুশকৃত চিংড়িগুলো রিসিভ করার পরে ন্যাশনাল সী ফুড নামক প্রতিষ্ঠানে চিংড়িগুলো লুকিয়ে রাখে। এ দুটি প্রতিষ্ঠানের মালিক ডা. আবু আসফার পুশকৃত চিংড়ি ক্রয়ে ন্যাশনাল সী ফুড ও অর্গানিক সী ফুড জড়িত থাকা এবং ৫০হাজার টাকা জরিমানা করার অন্যান্য চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত কোম্পানীর মালিকরা ক্ষুব্ধ হন। বিষয়টি নিয়ে ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভা থেকে কঠোর হুঁশিয়ারী ও নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়।

একটি সূত্র জানায়, কতিপয় চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত কোম্পানীর মালিকের অসততার কারণে চিংড়িতে পুশ বন্ধ করা যাচ্ছে না। ফলে যে সকল সৎ মালিকরা রয়েছেন তারা এ ব্যবসা করতে গিয়ে দারুণভাবে লজ্জিত হচ্ছেন। দক্ষিণাঞ্চলের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক খাত হিসেবে চিংড়ি ব্যবসার সুনাম কতিপয় অসাধু মালিকের কারণে নষ্ট হচ্ছে। চিংড়ি শিল্পকে বাঁচাতে ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভবিষ্যতে যদি কোন প্রতিষ্ঠানে অপদ্রব্য পুশকৃত চিংড়ি ধরা পড়ে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ওই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি বিষয়টি সরকারের উচ্চ পর্যায়ে জানানো হবে। ফলে সরকারের পক্ষ থেকে আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানা গেছে।

সচিব মহোদয়ের নির্দেশমতে
খুলনা

দৈনিক কালের কণ্ঠ
ঢাকা।
24 FEB 2019

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ব্লক-বি ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)
ঢাকা।

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

পেকুয়ায় চিংড়িঘের দখল নিয়ে সংঘর্ষ

গুলিবিদ্ধ হয়ে দুজন নিহত আহত ১০

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি ▷

কক্সবাজারের পেকুয়ায় বিরোধপূর্ণ চিংড়িঘেরের দখল নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছে অন্তত ১০ জন।

গতকাল শনিবার দুপুরে উপজেলার সদর ইউনিয়নের বিলাছড়া এলাকার একটি ওয়াকফ এস্টেটের বিরোধপূর্ণ চিংড়িঘেরে এই ঘটনা ঘটে। এ সময় শতাধিক রাউন্ড গুলি ছোড়া হয় বলে পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে।

এ ঘটনায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে এক নারীসহ ১১ জনকে আটক এবং ঘটনাস্থলের কাছের ছড়ার পানিতে তল্লাশি চালিয়ে দেশীয় সাতটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে। এসব আগ্নেয়াস্ত্র হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়েছে বলে প্রাথমিক ধারণা পুলিশের।

নিহতরা হলেন পেকুয়া সদর ইউনিয়নের পূর্ব বিলাছড়া গ্রামের মৃত আবদুর রহমানের ছেলে নেজাম উদ্দিন (৪০) ও জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে মো. আজিজ ওরফে রাখাল (২২)।

১৫৬
২৪/২/১৯

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণবিজ্ঞপ্তি শাখা
নথি নং
তারিখ ২৪/২/১৯

সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য প্রেরিত হলো।

সংবাদপত্রের নাম :
প্রকাশনার স্থান :
তারিখ : 15 FEB 2019

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ক্লিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)
ঢাকা।

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

Illegal netting of rock crab rampant in Sundarbans

Md Shah Alam Tuku

BAGERHAT, Feb 14: The illegal netting of rock crab in the Sundarbans is rampant during the breeding season.

January and February are the breeding seasons for all types of crabs. For reproduction and propagation, the Forest Department bans rock crab collection, stocking, sale and transportation during this period.

Though it is prohibited in these two months, fishermen are catching the crabs illegally.

Fishermen are collecting these high demand export item by managing the forest guards including the dishonest officials. As a result, the natural breeding space of rock crab is being destroyed.

However, in the past one month, the Forest Department, Fisheries Department, and the Coast Guard conducted operations in different areas adjacent to the Sundarbans and arrested 10 fishermen along with 800 kilograms of crabs. Later, the crabs were released in different rivers and canals of the Sundarbans. The arrestees were fined.

Local people said, in this two-month time, the mother crab spawns a huge quantity of eggs from which small crabs are born. Besides, crabs usually grow up along the rivers and canals, but they migrate to the seashore during this period. Moreover, the mother crab remains more hungry and weak at this time. Thus, it is easier to catch mother crabs when they spawn. By taking advantage of this time, many fishermen catch crabs illegally.

Therefore, the government has imposed the ban to protect the mother crabs at that time otherwise the production of rock crabs in the Sundarban region will be threatened.

Crab traders- Motaleb Hawlader of Uttar Rajapur Village in Sharankhola Upazila of Bagerhat and Sudham Mandal of Joymonirghol Village of Mongla Upazila said, they catch crabs in the banned season and sell those in different districts including Bagerhat at Taka 300 per kg. But the traders also sell big rock crabs at fish markets illegally.

In this connection, Sharankhola Upazila Senior Fisheries Officer Binoy Kumar Roy said, strict action should be taken during breeding season otherwise it will be a challenge to preserve rock crabs.

Assistant Forest Conservator of Purba Sundarbans Joynal Abedin said, collection of crab during breeding season is reducing as many drives are being conducted in this connection. However, action will be taken who are involved in this illegal action.

সংবাদপত্রের নাম :
প্রকাশনার স্থান : ঢাকা।
তারিখ : 17 FEB 2019

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ক্লিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)
ঢাকা।

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

খুলনায় কোটি টাকার চিংড়ি পোনা আটক করেছে কোস্ট গার্ড

শনিবার আনুমানিক দুপুর ২টায় কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের বিসিজি স্টেশন রূপসার একটি টহল দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খুলনা জেলার রূপসা থানার অন্তর্গত খান জাহান আলী ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৪৮ লাখ পিস চিংড়ি পোনা আটক করেছে। আটককৃত মালামালের আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৯৬ লাখ টাকা।

আটককৃত চিংড়ি পোনা রূপসা উপজেলা মৎস্য অফিসের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে রূপসা নদীতে অবমুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী মৎস্য ও রেণু পোনা সংরক্ষণ অভিযানের অংশ হিসেবে এ অভিযান পরিচালনা করছে এবং এরই অংশ হিসেবে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের অপারেশনস কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট আবদুল্লাহ আল মাহমুদ বলেন, কোস্ট গার্ডের এখতিয়ারভুক্ত এলাকাসমূহে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, চোরাচালান ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি চিংড়ি ও ফাইনা মিনন রোধে কোস্ট গার্ডের অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং ওই সাফল্য নিয়মিত অভিযানের অংশ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সচিবের দপ্তর
নথি নং-
তারিখ: ১৭/২/১৯
সচিবের একান্ত সচিব
ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (বিজিএম ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)
ঢাকা।

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

তারিখ: 17 FEB 2019

খুলনায় অর্ধকোটি চিংড়ি পোনা আটক

স্টাফ রিপোর্টার, খুলনা অফিস ॥ বাংলাদেশ কোস্টগার্ড বাহিনী পশ্চিম জোনের বিসিজি স্টেশন রূপসার একটি টহল দল শনিবার দুপুরে খুলনার খান জাহান আলী ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় অর্ধকোটি চিংড়ি পোনা আটক করেছে। কোস্টগার্ড সূত্র জানায়, মাৎস্য ও জুরেনু পোনা সংরক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় বড় বড় হাড়ি ও পাত্রে রাখা ৪৮ লাখ পিস চিংড়ি পোনা আটক করা হয়, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৯৬ লাখ টাকা। পরে আটককৃত চিংড়ি পোনা রূপসা উপজেলা মৎস্য অফিসের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে রূপসা নদীতে অবমুক্ত করা হয়।

প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন শাখা
তথ্য অধিদফতর
তারিখ: ১৭/২/১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ক্লিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)
ঢাকা।

সংবাদপত্রের নাম: Daily Star
তারিখ:

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

Govt decides to start piloting vannamei shrimp farming

Arafat Ara

The government has taken a decision to start farming vannamei variety of shrimp on a pilot basis and selected 10-20 acres of land in Cox's Bazar and Khulna districts in this regard.

Initially two entrepreneurs will get permission to launch the farming, before going for commercial production, officials said.

They said the Department of Fisheries (DoF) was formulating the guidelines in this regard while a sub-committee will be formed for feasibility study in Cox's Bazar and Khulna areas.

The DoF will make Standard Operating Procedure (SOP) to operate the hatcheries.

A technical committee on feasibility study and farming of vannamei shrimp at a recent meeting also suggested producing shrimp fry from imported Specific Pathogen Free (SPF) vannamei on a pilot basis side by side the production of vannamei.

The meeting was also told that the entrepreneurs will bear all costs related to production of vannamei and its fry.

Appreciating the latest move, the entrepreneurs argued that the government should provide proper technical supports, including leasing out the land free of cost, to encourage the pilot project.

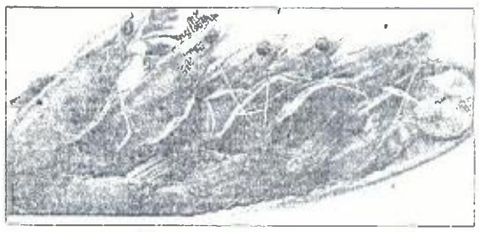

Currently, the variety is a leading item in the world shrimp market. Because of its cheaper price, consumers prefer this item in Europe and USA, the key markets of frozen shrimp.

As a result, Bangladeshi black tiger species lost its competiveness in these markets.

Exporters said they incurred huge losses in the last five to seven years.

More than 75 per cent of the total world shrimp production is vannamei. Some 32 countries are culturing such category of shrimp.

Wishing anonymity, a senior official at the DoF said they are not against vannamei culture. Rather it should be launched as many countries are now producing the shrimp.

But it is needed to build necessary infrastructures and bio-security system, he said. "So it will take time to launch the project. We don't want to launch it without proper preparation."

He also said the DoF will provide necessary training to the entrepreneurs and an experts' committee will oversee the project. "So, there is no reason the farming will fail."

Bangladesh exports only 2.0 per cent of the international demand for frozen shrimp, according to the Bangladesh Shrimp and Fish Foundation (BSFF).

The country once boasted 110 frozen fish factories holding the second position among the total export-oriented sectors even a decade ago. But the number has come down to as low as 50 now.

Unavailability of exportable fish, especially shrimp, in the local market is the key reason behind this worst situation in the industry, insiders have said.

According to the Bangladesh Frozen Foods Exporters Association (BFFEA), some 96,265 tonnes of shrimp and fish were exported in fiscal year (FY) 2011-12. The export volume fell by 68,161 tonnes in FY 2016-17.

About 3.5 million people are involved in this sector.

arafat_ara@hotmail.com

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সচিবের দপ্তর
তারিখ: ৭/১২/১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ক্লিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)
ঢাকা।

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

তারিখ: 17 FEB 2019

বাগেরহাটে ৪৮ লাখ চিংড়ি পোনা জব্দ

জনতা ডেস্ক

খুলনা-বাগেরহাট মহাসড়কের খানজাহান আলী (রূপসা ব্রিজ) সেতু এলাকা থেকে আহরণ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ ৪৮ লাখ পিস বাগদা চিংড়ি পোনা জব্দ করেছে কোস্টগার্ড সদস্যরা। গতকাল শনিবার দুপুরে কোস্টগার্ড পশ্চিম জোনের বিসিজি স্টেশন রূপসার একটি দল চিংড়ি পোনাগুলো জব্দ করে। পরে তা রূপসা নদীতে অবমুক্ত করা হয়। কোস্টগার্ড পশ্চিম জোনের অপারেশন কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট আবদুল্লাহ আল মাহমুদ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, নিয়মিত টহলের সময় একটি ট্রাকে স্টিলের পাত্রে করে পোনাগুলো নিয়ে যাচ্ছিলো পাচারকারীরা। এ সময় কোস্টগার্ড সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে পাচারকারীরা ট্রাকটি ফেলে পালিয়ে যায়। জব্দ হওয়া বাগদা চিংড়ি পোনার বাজার মূল্য প্রায় ৯৬ লাখ টাকা। পোনাগুলো রূপসা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আবু বকর সিদ্দিকের উপস্থিতিতে রূপসা নদীতে অবমুক্ত করা হয়েছে বলেও জানান কোস্টগার্ডের এ কর্মকর্তা।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সচিবের দপ্তর
নথি নং:
তারিখ: 17/2/19

সংবাদপত্রের নাম :

প্রকাশনার স্থান :

তারিখ : 17 FEB 2019

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ক্লিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)
ঢাকা।

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

খুলনায় কোটি টাকার চিংড়ি পোনা জব্দ

খুলনা ব্যুরো

খুলনার রূপসা সেতু এলাকা থেকে ৪৮ লাখ পিস চিংড়ি পোনা জব্দ করেছে কোস্টগার্ড। গতকাল শনিবার দুপুর ২টায় অভিযান চালিয়ে কোস্টগার্ডের পশ্চিম জোনের একটি দল সেগুলো জব্দ করে। তবে এর সঙ্গে জড়িত কাউকে আটক করতে পারেননি তারা।

কোস্টগার্ড পশ্চিম জোনের অপারেশন কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট আবদুল্লাহ আল মাহমুদ জানান, উদ্ধার করা চিংড়ি পোনার বাজারমূল্য প্রায় ৯৬ লাখ টাকা। জব্দ করা চিংড়ি পোনা রূপসা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার উপস্থিতিতে রূপসা নদীতে অবমুক্ত করা হয়।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সচিবের দপ্তর
ডাইরী নং : তারিখ: ১৭/২/১৯
শাঃ সচিব (প্রঃ / [illegible] / [illegible]) | অতিরিক্ত সচিব [illegible]
যুগ্মসচিব (প্রশি-১ / [illegible] / [illegible]) | [illegible]
উপসচিব (প্রঃ-২ / [illegible] / [illegible]) | [illegible]
[illegible] / উপসচিব / [illegible] | [illegible]
সচিবের একান্ত সচিব | সহকারী [illegible]
[illegible]

সংবাদপত্রের নাম : দৈনিক জনতা
প্রকাশনার স্থান : ঢাকা।
তারিখ : 20 FEB 2019

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ক্লিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)
ঢাকা।

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

পাইকগাছায় চিংড়ি ঘেরে তৃতীয়পক্ষের বিরুদ্ধে বাঁধ দেয়ার অভিযোগ

পাইকগাছা প্রতিনিধি

পাইকগাছায় তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে চিংড়ি ঘেরে বিরোধপূর্ণ ভিপি জমিতে অবৈধ বাঁধ-বন্দি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে যেকোনো মুহূর্তে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী। ঘটনাটি ঘটেছে, উপজেলার লস্কর ইউপির খড়িয়া খালধার এলাকায়। ঘের মালিক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। খড়িয়া খালধারের চিংড়ি ঘের মালিক অজিত কুমার সানা জানান, নিজস্ব ও ডিড মূলে হারীর টাকা দিয়ে তিনি দীর্ঘদিন ৮০ বিঘা জমিতে চিংড়ি ঘের করে আসছেন। এ ঘেরের মধ্যে ২৭ খতিয়ানের ভিপি ৮৮ শতক সম্পত্তি নিয়ে উত্তর খড়িয়ার নবজীবন বৈদ্য গং ও বাসাখালীর অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রমানন্দ মণ্ডল গংদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছে। জানা গেছে, চিংড়ি ঘেরের এ সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে দু'পক্ষের বিরোধ, আদালতে মামলা ও ডিসিআর নবায়ন না হওয়ায় ঘের মালিক কয়েক বছর ধরে বিতর্ক এড়াতে সরকারি কোষাগারে এ হারীর টাকা জমা দিয়েছেন। ইতোপূর্বে নবজীবন বৈদ্যগংরা ৫৬(এ)৭৭-৭৮ ভিপি কেসে ২৭ খতিয়ানের ১১০৮, ১২০৯ ও ১৫৬৯ দাগে ২.৫৮ একর জমি ইজারা গ্রহণ করলেও তারা বাংলা ১৪২১ সালের পরে ডিসিআর নবায়ন করেননি। অন্যদিকে, একই দাগ খতিয়ানের ভিপি কেসে ইতোপূর্বে বাসাখালীর শতদল মণ্ডল গংরা বাংলা ১৪১৭ সাল পর্যন্ত ১.৪৫ একর সম্পত্তি ডিসিআর গ্রহণ করেন। ঘের মালিক অভিযোগ করেন, সম্পত্তি নিয়ে দু'পক্ষের বিরোধ আদালতে মামলা ও ডিসিআর গ্রহণ না করায় তিনি বিতর্ক এড়াতে মিস কেস করে সরকারি খাতে সমুদয় টাকা জমা দিয়েছেন। তিনি আরো অভিযোগ করেন, এ মৌসুমের শুরুতেই তার চিংড়ি ঘেরের বিরোধপূর্ণ জমিতে তৃতীয়পক্ষ খড়িয়া খালধারের শাহাজান ঢালীর রেজওয়ান ঢালী, মৃত জরিপ সরদারের ছেলে হক সরকার ও খালেক গাজীর ছেলে রফিকুলের নেতৃত্বে ১৫/২০ জন লোক নিয়ে শনিবারে অবৈধভাবে বাঁধ দেয়ার চেষ্টা করলে তিনি বাধা দিয়ে প্রতিরোধ করেন। এ ঘটনায় তাকে প্রতিনিয়ত মারপিটের হুমকি দেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন। সর্বশেষ তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। এ বিষয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. আব্দুল আউয়াল জানান, কেউ সরকারি সম্পত্তি অবৈধভাবে দখল করার চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সচিব মহোদয়ের নির্দেশমতে প্রেরিত হলো

সংবাদপত্রের নাম : দৈনিক কালের কণ্ঠ
প্রকাশনার স্থান : ঢাকা।
তারিখ : 20 FEB 2019

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ক্লিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)
ঢাকা।

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

চিংড়ি রপ্তানিতে অনিয়মে চার প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ব্যুরো

হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানিতে অনিয়মের অভিযোগে চট্টগ্রাম ও খুলনা অঞ্চলের চারটি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করেছে মৎস্য অধিদপ্তর। বিদেশি ক্রেতাদের অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় অধিদপ্তর এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। লাইসেন্স বাতিল হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো হলো চট্টগ্রামের ফিশ গার্ডেন ও মাসুদ ফিশ লিমিটেড এবং খুলনার ন্যাশনাল সি ফুড ও অর্গানিক সি ফুড।

মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর চট্টগ্রামের উপপরিচালক প্রীতিশ কুমার মল্লিক কালের কণ্ঠকে বলেন, রপ্তানিকারকরা বিধি মেনে বেক পণ্য রপ্তানি না করায় তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সাময়িকভাবে তাদের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সচিবের দপ্তর
তারিখ: 20/2/19

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ক্লিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)
ঢাকা।

সংবাদপত্রের নাম :
প্রকাশের স্থান :
তারিখ :

07 FEB 2019

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

খুলনা অঞ্চলে বাড়ছে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর চিংড়ি চাষ

খুলনা অফিস : খুলনা অঞ্চলে সাদা সোনা খ্যাত চিংড়ি চাষে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে আধুনিক প্রযুক্তির আধানিবিড় পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ। ইতিমধ্যেই আধুনিক এ পদ্ধতির চিংড়ি চাষ শুরু করেছেন অনেক চাষী। সনাতন পদ্ধতিতে মাত্র ৩ থেকে ৪শ' কেজি চিংড়ি উৎপাদিত হলেও আধুনিক এই পদ্ধতিতে উৎপাদন হচ্ছে কয়েকগুণ বেশী। মৎস্য বিভাগের সহায়তায় এ পদ্ধতিতে বছর জুড়ে চাষাবাদের সুবিধার কারণে অধিক লাভের পাশাপাশি কর্মসংস্থানও হচ্ছে অনেকের। তাই বিনা সুদে ব্যাংক ঋণ ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ সরকারের সার্বিক সহযোগিতা পেলে আগামী ১০ বছরে চিংড়ি খাতে রফতানি আয় ছয়-সাতগুণ বৃদ্ধির প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের। মৎস্য বিভাগের সূত্রে জানা যায়, দেশের চিংড়ি রফতানির শতকরা আশি ভাগই সরবরাহ হয় খুলনাঞ্চলের চিংড়ি ঘের থেকে। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে এ অঞ্চলের চাষীরা সনাতন পদ্ধতির চাষে ধারাবাহিকভাবে ভাইরাসসহ নানা কারণে মারাত্মক ক্ষতির শিকার হয়। এতে অনেকে চিংড়ি চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ অবস্থায় মৎস্য বিভাগের উদ্যোগে বাগদা চিংড়ি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় খুলনাসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আধুনিক পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ শুরু হয়।

গত ৫ বছরে খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও যশোর জেলায় দশ হাজার হেক্টর জমিতে ছয় শতাধিক আধুনিক প্রযুক্তির আধানিবিড় পদ্ধতির চিংড়ি ঘের গড়ে উঠেছে। আর বর্তমানে খুলনা জেলার ৫১ হাজার ৫৫৫ হেক্টর জমিতে গলদা ও বাগদা চিংড়ির চাষ হচ্ছে। এর মধ্যে ৪৪৪ দশমিক ২৩ হেক্টর জমিতে আধানিবিড় পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা হচ্ছে। আধানিবিড় পদ্ধতিতে ঘেরের গভীরতা বৃদ্ধি, আধুনিক ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি পানি শোধন করে পিসিআর ল্যাবে পরীক্ষিত পোনা ছাড়া এবং নিয়মিত সুষম খাবার প্রদান ও অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়। এতে প্রতি হেক্টর ঘেরে বছরে উৎপাদন হচ্ছে ছয় থেকে সাত হাজার কেজি চিংড়ি। যা সনাতন চাষের তুলনায় ৮/১০ গুণ বেশী। এতে অধিক লাভবান হওয়ায় আগ্রহ বাড়ছে চাষীদের এ প্রযুক্তিতে।

বটিয়াঘাটার মৎস্য চাষি খায়রুল ইসলাম সজিব বলেন, আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর এই পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষে সনাতন পদ্ধতির চেয়ে বেশি লাভবান হওয়া যায়। আধানিবিড় পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ অনেক সম্ভাবনাময় হলেও কারিগরি জ্ঞান ও পুঁজির অভাবে বেশীরভাগ চাষী এই পদ্ধতির চাষ শুরু করতে পারছেন না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা আবু সাঈদ জানান, আধানিবিড় পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষে চাষিরা অধিক লাভবান হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে বছরে দু'বার চিংড়ি চাষ করা যায়।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সচিবের দপ্তর
নথি নং ৪১৬ তারিখ ১০/২/১৯

সচিব মহোদয়ের নির্দেশমতে প্রেরিত হলো

Bangladesh Today
Dhaka
18 FEB 2019

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (বিমানি ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)
ঢাকা।

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

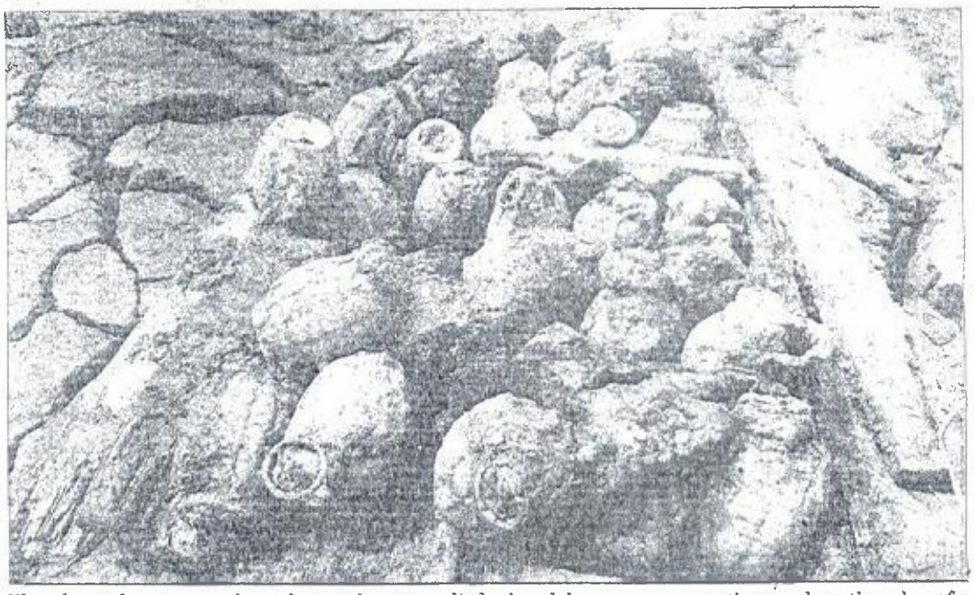

The photo shows a number of grenades unearthed when labourers were cutting mud on the edge of s shrimp enclosure at Paikgachha village on Sunday. Photo: Titash Chakraborty

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সচিবের দপ্তর
তারিখ নং:
অতি: সচিব
যুগ্মসচিব
যুগ্মপ্রধান / উপসচিব
সচিবের একান্ত সচিব

সচিব মহোদয়ের নির্দেশনাক্রমে প্রেরিত হলো

32 hand grenades recovered from shrimp enclosure in Khulna

TITASH CHAKRABORTY, KHULNA CORRESPONDENT:

32 hand grenades were recovered from a shrimp enclosure in Paikgachha upazila of Khulna on Sunday.

The grenades were unearthed when labourers were cutting mud on the edge of a shrimp enclosure belonging to Kamal, son of Sabur Sardar in Paikgachha village around 9:30 am. Upon being informed of the matter, SI Abul Bashar and Liakat Ali of Paikgachha police station rushed to the location and recovered the grenades.

Senior locals of the area said that during the liberation war there was an astrological camp of the freedom fighters at the Parishamari Dhali house in the nearby village.

They believe that the grenades might have been planted in the area during or after the Liberation War of 1971 by the freedom fighter or razakars.

Former Commander of Paikgachha Upazila Muktijoddha Sangsad Gazi Ruhul Amin said that the grenades might fell inadvertently before or after independence. as the movement of boats through this area was higher than vehicles.